ঝিনাইদহের বরুণ হত্যা মামলার পলাতক আসামীকে গ্রেফতার

ঝিনাইদহের চাঞ্চল্যকর বরুণ হত্যা মামলার পলাতক প্রধান আসামীকে গ্রেফতার করেছে র্যাব-৬।

গতকাল শুক্রবার (২৩ ফেব্রুয়ারি) র্যাব-৬, ঝিনাইদহ একটি আভিযানিক দল গোপন তথ্যের মাধ্যমে জানতে পারে যে, বরুণ হত্যা মামলার পলাতক আসামী- মোঃ রাশেদুল ইসলাম ওরফে রাশেদ ঝিনাইদহ জেলার সদর
থানাধীন হামদহ পুলিশ লাইন সংলগ্ন এলাকায় অবস্থান করছে। প্রাপ্ত সংবাদের ভিত্তিতে র্যব-৬ এর আভিযানিক দল ঝিনাইদহ জেলার সদর থানাধীন হামদহ পুলিশ লাইন সংলগ্ন এলাকায় একটি বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে উক্ত হত্যা মামলার প্রধান পলাতক আসামী- মোঃ রাশেদুল ইসলাম রাশেদ (৪৭) কে গ্রেপ্তার করে।

গ্রেপ্তারকৃত আসামী প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে উক্ত হত্যাকান্ডের সাথে সম্পৃক্ততার কথা স্বীকার করে।

উল্লেখ যে, গত ৯ জানুয়ারী সন্ধ্যায় বরুণ ঘোষকে বাড়ির কাছের দোকান থেকে ডেকে নিয়ে শহরের ঘোষপাড়া ব্রিজ মোড় এলাকার ৫/৭ জন দুর্বৃত্ত তাকে মানুষের সামনে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে গুরুতর আহত করে ফেলে রেখে যায়। স্থানীয় লোকজন তাকে উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। নিহত বরুনের ভাই অরুণ কুমার ঘোষ জানান, দীর্ঘদিন বরুন ঘোষ আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন। এ বিষয়ে ভিকটিম এর স্ত্রী বাদী হয়ে একই দিন ৯ জনের নাম উল্লেখ করে ও অজ্ঞাত নামা আরও নয়/দশ জনকে আসামি করে ঝিনাইদহ সদর থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন।

ঘটনার বিষয়ে র্যাব-৬, ঝিনাইদহ ক্যাম্পের একটি চৌকস আভিযানিক দল ছায়া তদন্ত শুরু করে এবং উক্ত হত্যা মামলার প্রধান আসামীকে গ্রেপ্তারে র্যাবের গোয়েন্দা তৎপরতা অব্যাহত রাখে। সেই ধারাবাহিকায় গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়। গ্রেপ্তারকৃত আসামিকে ঝিনাইদহ সদর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

কোটচাঁদপুরে ধর্ষন মামলায় একজন আটক

অবশেষে ধর্ষনের অভিযোগে মামলা হয়েছে থানায়। গেল (২৪-০২-২৪)শুক্রবার রাতে এ মামলা করেন,ভুক্তভোগী ওই নারী। ওই ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে কোটচাঁদপুর থানার পুলিশ মানিক হোসেন
(২২) নামের এক যুবক আটক করেছেন।

শনিবার সকালে তাকে আদালতে পাঠিয়েছেন বলে নিশ্চিত করেছেন,থানার পুলিশ পরিদর্শক (ওসি) সৈয়দ আল- মামুন। সংশ্লিষ্ট সুত্রে জানা যায়,কোটচাঁদপুর উপজেলার চানপাড়া গ্রামের মশিয়ার রহমানের ছেলে মানিক হোসেন (২২)। সে কোটচাঁদপুর পৌর কলেজের ছাত্র। অন্যদিকে ওই গ্রামের নায়েব আলীর স্ত্রী ওই নারী। সে সুবাদে দেখা শোনা ও কথা হত তাদের।

একপর্যায়ে গভীর প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠে তাদের মধ্যে। বিষয়টি জানাজানি হওয়ার পর গেল ৬ মাস আগে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে নায়েব আলীর সঙ্গে। এরপর থেকে মানিককে বিয়ের জন্য চাপ সৃষ্টি করতে থাকে ওই নারী। সেই থেকে ছল চাতুরী করতে থাকেন মানিক হোসেন।
গেল বৃহস্পতিবার বিয়ের পীড়িতে বসেন সে।

এ খবর পেয়ে ওই নারী শুক্রবার কোটচাঁদপুর থানায় তাঁর নামে ধর্ষনের অভিযোগ করেন। এরপর পুলিশ তাকে থানায় আসতে বলেন। জিজ্ঞেসাবাদে স্বীকার করেন সব কিছু।

শুরু হয় উভয় পক্ষের মধ্যে দরকষাকষি। যা চলে গভীর রাত পর্যন্ত। এরপর রাত ১২ টার দিকে ওই নারী বাদি হয়ে থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০/(২০০৩) এর ৯ (১) ধারায় মামলা করেন।

ওই মামলায় শনিবার সকালে কোটচাঁদপুর থানা পুলিশ মানিক হোসেন কে আদালত পাঠিয়েছেন বলে নিশ্চিত করেছেন,কোটচাঁদপুর থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) স্বপন কুমার।

তিনি বলেন,মামলাটি তদন্তাধীন রয়েছে। তদন্তের পর প্রকৃত ঘটনা বলা

সম্ভব হবে।

মেহেরপুরে ফেনসিডিল ও গাঁজাসহ মাদক কারবারী গ্রেফতার

৯৩ বোতল ভারতীয় ফেনসিডিল ও প্রায় ৩ কেজি গাঁজাসহ এলাকার শীর্ষ মাদক ব্যবসায়ী জামাল উদ্দিন(৪৭) কে গ্রেফতার করেছে র্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটলিয়ন (র্যাব-১২) সিপিসি-৩ মেহেরপুর ক্যাম্প। গ্রেফতারকৃত জামাল উদ্দিন গাংনী উপজেলার মাইলমারী গ্রামের মাহাতাব আলীর ছেলে।

র্যাব-১২ সিপিসি-৩ মেহেরপুর ক্যাম্পের কমান্ডার সহকারী পুলিশ সুপার মনিরুজ্জামানের নেতৃত্বে একটি টিম শনিবার (২৪ ফেব্রুয়ারি) ভোররাতের দিকে হিজলবাড়িয়া গ্রামের একটি ইটভাটার সামনে অভিযান চালিয়ে তাকে ফেনসিডিল ও গাঁজাসহ গ্রেফতার করেন।

শনিবার বেলা ১২ টার সময় র্যাব-১২, সিপিসি মেহেরপুর ক্যাম্পে সাংবাদিকদের সাথে প্রেসব্রীফ করে এই তথ্য জানান কমান্ডার মনিরুজ্জামান।

এসময় পিও মাহাতাব উদ্দিন, সার্জেন্ট মোহাম্মদ উল্লাহ, সিনিয়র ওয়ারেন্ট অফিসার হুমায়ূন কবীর, নায়েক শামীম আহমেদ উপস্থিত ছিলেন। র্যাব-১২ সিপিসি-৩ মেহেরপুর ক্যাম্পের কমান্ডার সহকারী পুলিশ সুপার মনিরুজ্জামান বলেন, মাদকের একটি চালান পাচার হচ্ছে এমন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালানো হয়।

অভিযানে জামাল উদ্দিন গ্রেফতার হলেও অন্য দুইজন আসামি মাইলমারী গ্রামের বিলপাড়া এলাকার আব্দুস সালাম মন্ডলের ছেলে মহিবুল ইসলাম
(৩৬) ও হিজলবাড়িয়া উত্তরপাড়া এলাকার ফরিদ উদ্দিনের ছেলে জাহাঙ্গীর আলম পালিয়ে যায়।

এঘটনায় র্যাবের পক্ষ থেকে গাংনী থানায় ২০১৮ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের ৩৬(১) সারণির ১৯(ক)/১৪(গ)৪১ ধারায় একটি মামলা

দায়ের করা হয়েছে। মামলার নং ২৮, তারিখ ২৪/০২/২৪ ইং।

গ্রেফতারকৃত জামালের বিরুদ্ধে এর আগেও মাদক আইনে দুটি মামলা আদালতে বিচারাধীন রয়েছে। এছাড়া পলাতক আসামি মহিবুল ইসলাম ও জাহাঙ্গীর আলমের বিরুদ্ধেও একাধিক মামলা রয়েছে বলে জানা গেছে।

মেহেরপুরে চিহ্নিত মাদকসেবী ডালিম শেখ ফেনসিডিলসহ আটক

৪ বোতল ভারতীয় ফেনসিডিলসহ মেহেরপুর শহরের চিহ্নিত মাদক সেবি ডালিম শেখকে (৪০) আটক করেছে মেহেরপুর জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের একটি টিম। ডালিম শেখ মেহেরপুর শহরের পিয়াদাপাড়ার মাহাবুল শেখের ছেলে।

আজ শুক্রবার দুপুরের দিকে সদর উপজেলার মেহেরপুর-বুড়িপোতা সড়কের কানাপুকুর এলাকা থেকে ডালিম শেখকে ৪ বোতল ফেনসিডিলসহ আটক করেন।

গোপন সূত্রে খবর পেয়ে জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক আবুল হাশেমের নেতৃত্বে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরে একটি টিম অভিযানে অংশ নেন।

ফেনসিডিল উদ্ধারের ঘটনায় সদর থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৮ এর ৩৬(১) সারণীর ১৪ ক ধারায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

জীবননগরে উপজেলা পরিষদের মাসিক

সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত

জীবননগর উপজেলা পরিষদের মাসিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার সকাল ১১টায় সময় জীবননগর উপজেলা পরিষদের আয়োজনে উপজেলা পরিষদের সভাকক্ষে মাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জীবননগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মো. হাফিজুর রহমানের সভাপতিত্বে সভায় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) হাসিনা মমতাজ, উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) তিথি মিত্র, উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুস সালাম ঈশা, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আয়েসা সুলতানা লাকী, জীবননগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এস, এম জাবীদ হাসান, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা সেলিনা আক্তার সীমু, মনোহরপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সোহরাব হোসেন খাঁন সুরোদ্দীন, সীমান্ত ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ইসাবুল ইসলাম মিল্টন, বাঁকা ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুল কাদের প্রধান, হাসাদাহ ইউপি চেয়ারম্যান রবিউল ইসলাম বিশ্বাস, রায়পুর ইউপি চেয়ারম্যান তাহাজ্জদ মির্জা, উথলী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুল হান্নান, কেডিকে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান খাইরুল বাশার শিপলুসহ সকল দপ্তরের কর্মকর্তা এসময় উপস্থিত ছিলেন।

ঝিনাইদহে ফসলি জমির মাটি কেঁটে বিক্রয়ের অপরাধে জরিমানা

ঝিনাইদহের হরিণাকুন্ডুতে ফসলি জমির মাটি কেঁটে অবৈধভাবে বিক্রি করার অপরাধে বসির উদ্দীন নামে এক মাটি ব্যবসায়ীকে ১ লাখ টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

আজ বৃহস্পতিবার (২২ ফেব্রুয়ারি) দুপুরের দিকে উপজেলার সাতব্রীজ বাজার এলাকার মাঠে অভিযান পরিচালনা করে এ জরিমানা আদায় করে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

হরিণাকুন্ডু উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট নিরুপমা রায় এ ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন।

এ সময় ভ্রাম্যমাণ আদালত ফসলি জমি থেকে অবৈধভাবে মাটি উত্তোলন করে বিক্রি করার সত্যতা পান। সেখানে ভ্রাম্যমাণ আদালত বসিয়ে বালু মহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা ২০১০ সংশোধিত আইন ২০২৩ এর ১৫(১) ধারায় মাটি বিক্রেতা বসির উদ্দিনকে ১লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট নিরুপমা রায় বলেন, অবৈধভাবে ফসলি জমি থেকে মাটি কাঁটা, উত্তোলন ও বিক্রির অপরাধে ১ লাখ টাকা অর্থদন্ড করা হয়েছে। কৃষি জমি রক্ষায় ভ্রাম্যমাণ আদালতের এ অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও জানান তিনি।

দর্শনা সড়কের ৭৯ টি গাছ কাটার অপরাধে ৮ জনের বিরুদ্ধে মামলা

দর্শনা পরানপুর মোড় থেকে লোকনাথপুর পর্যন্ত সড়ক নিমার্ন কাজ চলাকালীন অবস্থায় ৭৯টি গাছ কাটার অপরাধে মকুল শাহসহ ৮ জনের বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় মামলা হয়েছে।

সড়কের পাশে জমির কৃষকরা তাদের জমির সামনের গাছ বিভিন্ন প্রজাতির ৭৯টি গাছ কেটে নেয়। এ খবর পেয়ে গত ২০/০২/২০২৪ তারিখ বিকাল ৫টার দিকে চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মাহফুজুর রহমান, দামুড়হুদা উপজেলা নিবার্হী অফিসার রোকসানা মিতা জেলা পরিষদের নিবার্হী প্রধান মিজানুর রহমান ও সহকারী নিবার্হী ইসরাইল হোসেনসহ বেশ কয়েকজন কর্মকতার্ ঘটনা পরিদর্শন করেন।

এ ঘটনায় পুলিশ বাদী হয়ে পরানপুর গ্রামের হাজী গোলজার মিয়ার ছেলে আনোরুল অজিম (৪৫), বাবর আলীর ছেলে খোকন (৪০,সানোয়ার মন্ডলের ছেলে বাবু (৪২), মাসুদ (৪৫) পিতা অজ্ঞাত, নবাব আলীর ছেলে মহসিন আলী, লোকনাথপুর মৃত ওয়াদুদ শাহের ছেলে গ্রামের মুকুল শাহ (৪৫), ইদ্রিস আলী (৪০) পিতা অজ্ঞাত, লোকনাথপুর গ্রামের সদু মিয়ার ছেলে

রমজান আলী (৪০), হাবিবুর রহমানের ছেলে গটু (৪৫)সহ আরো ৫/৬ জনের বিরুদ্ধে আসামী করে দর্শনা থানায় একটি মামলা হয়েছে।

এ সব জমির মালিকদের কাছে বিষয়টি জানতে চাইলে জমির মালিকরা বলেন, আমাদের জমির সামনে সড়কের পাশে আমাদের নিজেদের লাগানো এই গাছগুলো। আমাদের গাছ কাটার কোন প্রয়োজন ছিলো না। পরানপুর গ্রামের সার ও কীটনাশক বিক্রেতা বলেন কয়েকদিন আগে সড়ক নিমার্নের সাথে সংশ্লিষ্ট সেলিম উদ্দিন নামে একজন সরকারি পরিচয় দিয়ে বলেন, সড়কের কাজ চলছে আপনাদের যার যার জমির পাশের সড়কের গাছ আছে সেগুলো কেটে নেন। এ কথা শুনার পর আমরা আমাদের জমির সামনের সড়কের পাশের গাছ কেটে নিয়।

এ ছাড়াও কৃষকরা আরো বলেন, আমাদের লাগানো গাছ গুলো কেটে নিয়েছি। আর এঘটনায় এখন আমাদের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। আমাদের কি অপরাধ। বিষয়টি সঠিক তদন্ত করে আমাদের বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যহারের দাবী করছি।

এ বিষয়ে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি বিপ্লব কুমার শাহা বলেন,দর্শনা পরানপুর – লোকনাথপুর সড়কের গাছ কাটার অপরাধে ২১ফেব্রুয়ারি বুধবার ৮ জনের নাম উল্লেক করে অজ্ঞাত ১৫-২০ জনের নামে মামলা হয়েছে যার মামলা নং১৫।

দামুড়হুদায় প্রশাসনের হস্তক্ষেপে বাল্যবিবাহ বন্ধ

দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসনের হস্তক্ষেপে বন্ধ হলো আরও একটি বাল্যবিবাহ। বরযাত্রীর খাবার গেলো এতিমখানায়। ঘটনাটি ঘটেছে উপজেলার কানাইডাঙ্গা গ্রামে। এ ঘটনায় বর ও কনে উভয় পক্ষকে মোট ১৩ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

আজ বেলা সাড়ে ১২ টার দিকে। অভিযান পরিচালনা করেন দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট সজল কুমার দাস।

জানাগেছে, দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের কানাইডাঙ্গা গ্রামে বাল্যবিবাহর আয়োজন করা হচ্ছে মর্মে সংবাদ পাওয়ায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়। এসময় বাল্যবিবাহ বন্ধ করা হয়। বর ঠাকুরপুর গ্রামের আলী হোসেন এর ছেলে শামীম। ঘটনার সত্যতা পেয়ে বর ও কনে পক্ষের দুইজনকে বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ২০১৭ এর ০৮ ধারায় বর পক্ষকে ৮ হাজার এবং কনে পক্ষকে ৫ হাজার, উভয় পক্ষকে মোট ১৩ হাজার টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করেন দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট সজল কুমার দাস।

এসময় বরযাত্রী ও অন্য অতিথিদের জন্য রান্না করা খাবার কার্পাসডাঙ্গা মদিনাতুল উলুম মাদ্রাসা ও এতিমখানায় বিতরণ করা হয়। মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় সহযোগিতা করেন দামুড়হুদা কার্পাসডাঙ্গা পুলিশ ফাঁড়ির একটি চৌকস টিম।

চুয়াডাঙ্গা জেলা কারাগারে কয়েদির মৃত্যু

চুয়াডাঙ্গায় চুরি মামলায় জেলা কারাগারে থাকা আসামি মিঠু মিয়া
(৪০) নামের এক কয়েদির মৃত্যু হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার (২০ ফেব্রুয়ারি) রাত সাড়ে ১১টার দিকে জেলা কারাগার থেকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগে ভর্তির কিছুক্ষণ পর তার মৃত্যু হয়। মিঠু মিয়া দামুড়হুদা উপজেলার হোগলডাঙ্গা গ্রামের ফজলু মিয়ার ছেলে। সে দামুড়হুদা থানার ১৮/২৪ নং মামলার ৩৭৯/৪১১ ধারার আসামি।

পরিবারের দাবি মিথ্যে চুরির অপবাদে গণপিটুনি ও পুলিশি নির্যাতনের কারণে মিঠু মারাগেছে। আমরা এ ঘটনার সুষ্ট তদন্ত পূর্বক দোষিদের শাস্তি চাই।

বুধবার রাত সাড়ে ১২টার দিকে তার মৃত্যু নিশ্চিত করেন চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের জরুরী বিভাগে কর্মরত ডা. আল ইমরান জুয়েল।

চুয়াডাঙ্গা জেলা কারাগারের ভারপ্রাপ্ত জেল সুপার দেওয়ান মোহাম্মদ তারিকুল ইসলাম জানান, মিঠু মিয়া গত ১৭ ফেব্রুয়ারি একটি চুরি মামলায় কারাগারে আসেন। মঙ্গলবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে তিনি অসুস্থবোধ করেন। এসময় দ্রুত তাকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নেওয়া হয়। হাসপাতালে চিকিৎসাধিন অবস্থায় রাত সাড়ে ১২ টার দিকে চিকিৎসক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

নিহত মিঠু মিয়ার বড় ভাই বাবলু, বড় বোন দলিয়ারা খাতুন, দুলাভাই ছুরাপ হোসেন, চাচা আব্দুল হান্নান ও প্রতিবেশী বাবু জানান, মিঠু রাজ মিস্ত্রির কাজ করতো। ঘটনার রাতে মিঠু রাস্তায় হাটতে হাটতে মোবাইলে কথা বলছিল। এক পর্যায় গ্রামের শেষ পাড়ার কয়েক জন তাকে ধরে বেধড়ক মারপিট করে ও রাস্তায় ফেলে চটকায়। পরে তাকে নতিপোতা ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ড ভগিরথপুর গ্রামের ইকতার মেম্বারের বাড়ি আটকে রাখে। সংবাদ পেয়ে আমরা মেম্বারের বাড়িতে গেলে মিঠুর সাথে আমাদের দেখা করতে বা কথা বলতে দেয়নি। পরে তাকে ভগিরথপুর ক্যাম্প পুলিশের কাছে দেওয়া হয়।

মিঠুকে ক্যাম্পে দেওয়ার পর দুলাভাই ছুরাপ হোসেন তার সাথে দেখা করে। এসময় মিঠুর কান ও নাক দিয়ে রক্ত পানি ঝরছিল বলে জানান ছুরাপ।

দুলাভাই ছুরাপ হোসেন অভিযোগ করে বলেন, পুলিশ ক্যাম্পে মিঠুকে দেওয়ার পর মেম্বার ইকতার আমাকে বলে পুলিশকে ১৫ হাজার টাকা দিতে হবে। টাকা না দিলে পুলিশ রাতে মিঠুকে মারবে। কিন্তু ওই রাতে আমরা টাকা ম্যানেজ করতে পারেনি।

নতিপোতা ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ড ভগিরথপুর গ্রামের ইকতার মেম্বার এ অভিযোগ অশিকার করেছেন।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক আল ইমরান জুয়েল জানান, গতকাল মঙ্গলবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে জেলা কারাগারের পুলিশ সদস্যরা এক কয়েদীকে বুকে ব্যথা নিয়ে হাসপাতালে নিয়ে আসেন। হাসপাতালের পুরুষ মেডিসিন ওয়ার্ডে ভর্তির ২০-২৫ মিনিট পরেই তার মৃত্যু হয়। তার মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল মর্গে রাখা হয়েছে।

দামুড়হুদা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আলমগীর কবির জানান, গত ১৬ ফেব্রুয়ারি রাতে ভ্যান চুরির অপরাধে স্থানীয়রা মিঠু মিয়া নামের এক ব্যক্তিকে গণধোলাই দেয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে

পৌঁছে তাকে আটক করে। পরদিন সকালে তাকে চুরির মামলায় আদালতে প্রেরণ করা হয়।

কুষ্টিয়ার পদ্মা নদীতে বালু উত্তোলনের দায়ে ৪ জনের কারাদণ্ড

কুষ্টিয়ার পদ্মা নদী থেকে অবৈধভাবে বালু উত্তোলনের দায়ে চারজনকে ৩ দিনের কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

আজ মঙ্গলবার বিকেলে সদর উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট দবির উদ্দিন এ আদালত পরিচালনা করেন।

দণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন- কুষ্টিয়া জেলার ভেড়ামারা উপজেলার বাহিরচর ইউনিয়নের ষোলদাগ এলাকার ছামেদুল ইসলাম (৪০), একই এলাকার সোহাগ আলী (৩৮) আলমগীর হোসেন (২৭) ও মাহাবুল ইসলাম (৩৭)।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা যায়, দীর্ঘদিন ধরে কিছু অসাধু বালু ব্যবসায়ী অবৈধভাবে পদ্মা নদীর থেকে বালু উত্তোলন করে বিক্রয় করে আসছিল। অবৈধভাবে বালু উত্তোলন করা হচ্ছে এমন সংবাদের ভিত্তিতে সদর উপজেলার হাটশহরিপুর ইউনিয়নের ভবানীপুর এলাকায় অভিযান চালিয়ে চারজনকে আটক করা হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইনের ১০ এর (৫) ক ধারায় চার জনকে ৩ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়। পরে আসামিদের জেলা কারাগারে পাঠানো হয়।